বিষয়বস্তুঃ কুরবানীর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

যুল কা’দাহ মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৫ যুল কা’দাহ ১৪৪৫ হিজরী, ২৪ মে ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু’মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৪৫

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۞قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
۞ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম উপস্থিতি ! আজ যুল কা’দাহ মাসের ১৫ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব, কুরবানীর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আনআমের ১৬২ ও ১৬৩ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

“হে নবী ! আপনি বলুনঃ নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই গোটা

জগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য, যার কোন অংশীদার নেই। আমি এ বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে আদিষ্ট। আর আমি প্রথম মুসলিম। অর্থাৎ আমি তাঁর আদেশের সামনে প্রথম আত্ম সমর্পণকারী।

এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজের প্রিয় হাবীব সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি চমৎকার শিক্ষা দিয়েছেন যে, হে নবী ! আপনি দৈহিক আর্থিক যে ইবাদতই করুন না কেন, সবই যেন আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে।

সুধী বন্ধুগণ ! আমরা জানি, ঈদুল আযহা অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের আর মাত্র ২৫ দিন বাকি আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন চাইলে এ বছর আমরা আবার সামর্থ অনুযায়ী পশু কুরবানী করব, ইনশা আল্লাহ। অতএব সমস্ত ইবাদতের সাথে সাথে আমাদের কুরবানীও যেন আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে।

সেজন্য আজ কুরবানী সম্পর্কে আমরা ৩টি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করবঃ (১) কুরবানী ও কুরবানীর ফযীলত,

(২) কুরবানীর উদ্দেশ্য ও ফায়েদা, (৩) কুরবানীর বিধান অর্থাৎ কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব ?

কুরবানী ও কুরবানীর ফযীলত

জেনে রাখা দরকার, কুরবানী শব্দের শাব্দিক অর্থ হল, নৈকট্য অর্জন। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কুরবানী বলা হয়, আল্লাহর নামে তাঁর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কোন প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করা।

আমরা অনেকে মনে করি যে, কুরবানী শুধু পশু যবেহ করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অথচ কুরবানী মূলত দুই প্রকারঃ জানের কুরবানী এবং মালের কুরবানী। জানের কুরবানী বলতে, যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জান কিংবা জানের আরাম আয়েশকে বিসর্জন দেওয়া।

যেমন সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানকে কুরবান শহীদ হয়েছেন। অথবা আল্লাহর রাস্তায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে জানকে কষ্ট দিয়েছেন। আর এই জানের কুরবানী হল, আসল কুরবানী। প্রকৃত কুরবানী তো তাঁরাই দিয়েছিলেন। আর আজকেরে যদি আমাদেরকে বলা হয়,

জানের কুরবানী দিতে হবে না বরং নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য শুধুমাত্র কিছুক্ষণ সময় লাগাও, তখন আমাদের সামনে নানা রকম অজুহাত চলে আসে। আসলে আমরা দুনিয়ার রঙ তামাশা আর মিছে মায়ার মধ্যে এতোটা জড়িয়ে পড়েছি যে, আখিরাতের কথা ভুলে গেছি।

যাইহোক এবার আসুন, মালের কুরবানী সম্পর্কে। মালের কুরবানী বলতে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে কিছু অংশ আল্লাহর অসহায় বান্দাদেরকে দান করা। যেমন মুহাজিরীন সাহাবায়ে কিরামগণ নিজেদের ঘরবাড়ি, জমিন-জায়েদাদ ও ধন-সম্পদ সব কিছুই আল্লাহর জন্য কুরবান করেছিলেন। অতঃপর মদীনার আনসার সাহাবীরা তাদের জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ি, জমিন-জায়েদাদে অংশ দিয়েছিলেন।

মনে রাখবেন, তাঁরা যে কুরবানী পেশ করেছিলেন, সেই কুরবানী কিয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা পৃথিবীর কোন মানুষ পেশ করতে পারবে না। সেজন্য প্রিয় নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সেই কুরবানী সম্পর্কে বলে গেছেনঃ لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِي “তোমরা আমার

সাহাবীদেরকে সমালোচনা কর না। তোমরা আমার সাহাবীদেরকে সমালোচনা কর না। কথাটি দু'বার বললেন।

অতঃপর বললেনঃ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ "সেই আল্লাহর কসম খেয়ে বলি, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ আছেঃ যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা ব্যয় করে, তাহলে সে আমার সাহাবীদের এক মুদ অথবা তার অর্ধেক পরিমাণের সাওয়াব পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না।" অর্থাৎ আমরা যে কুরবানীই পেশ করি না কেন, আমাদের কুরবানী তাদের কুরবানীর সিকি পর্যন্তও পৌঁছবে না। হাদীসটি সহীহ মুসলিমের ২৫৪০ নম্বর হাদীস।

মুহ্তারম উপস্থিতি ! এবার আসুন আমরা প্রতি বছরে যে পশু কুরবানী করে থাকি, সেটা কিসের কুরবানী ? জানের কুরবানী না মালের কুরবানী ? যদি আমরা একটু ভেবে দেখি, তাহলে বুঝতে পারব যে, এই পশু কুরবানীটা এক হিসেবে মালের কুরবানী। আবার আরেক হিসেবে এটা

নিজেদের জানেরও বদল। যেটা আমরা নিজেদের প্রিয় পালিত পশুর মাধ্যমে আদায় করছি।

এটা মালের কুরবানী এজন্য বলা হবে যে, কুরবানীর পশু হল আমাদের প্রাণী সম্পদ। আর জানের কুরবানী এভাবে বলা যায় যে, এই কুরবানী মূলত আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রিয়পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামের প্রাণের বদল। যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর জানকে কুরবানী দেওয়ার জন্য নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আদেশ করেছিলেন, আর সেই আদেশ পালন করার জন্য পিতা ইবরাহীম প্রিয়পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মক্কার মিনার ময়দানে জবাই করতে গিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর জানের পরিবর্তে একটি জান্নাতী দুম্বা পাঠিয়েছিলেন। বোঝা গেল, এই পশু কুরবানী যদিও মালের কুরবানী, তবুও এক হিসেবে এটা আমাদের জানেরও কুরবানী।

ভেবে দেখুন, যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বদলে পশু কুরবানীর হুকুম না দিতেন, বরং ইসমাঈলকেই

কুরবানী করতে বলতেন, তাহলে হয়ত আমাদেরও নিজেদের কোন একটি প্রিয় সন্তানকে কুরবানী দিতে হত। সেজন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। বলিঃ আলহামদু লিল্লাহ।

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! যেহেতু এই পশু কুরবানী এক হিসেবে জান ও মাল উভয়েরই কুরবানী, সেজন্য এর ফযীলত আল্লাহর দরবারে অপরিসীম। আমরা এ সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করিঃ সুনানে তিরমিযীর ১৪৯৩ নম্বর হাদীসে আম্মাজান আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَا عَمِلَ أٰدَمِيٌّ مِنَ عَمَلٍ يَوْمِ النَّحْرِ أَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ "কুরবানীর দিনেতে মানুষ যে আমলই করুক না কেন, আল্লাহর নিকটে পশু কুরবানীর চেয়ে অন্য কোন আমল প্রিয় হতে পারে না।"

অতঃপর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও বললেন যে, وَاِنَّهَا لَتَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا "নিশ্চয় কুরবানীর পশু কিয়ামতের দিনে তার শিং, লোম ও খুর সহ হাজির হবে। আর কুরবানীর পশুর রক্ত জবাই করার পর

মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা খুশি মনে কুরবানী কর।” এ হাদীস দ্বারা আমরা কুরবানীর ফযীলত স্পষ্টরূপে অনুমান করতে পারি।

কুরবানীর উদ্দেশ্য ও ফায়েদাঃ

সুধী বন্ধুগণ ! আমরা অনেকে এই কুরবানীর উদ্দেশ্য ও ফায়েদা সম্পর্কে জানি না। যার কারণে কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও অনেকে কুরবানী করি না। সেজন্য আজ আমরা কুরবানীর কয়েকটি উদ্দেশ্য ও ফায়েদা সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথম প্রধান উদ্দেশ্য মনের পশুকে হত্যা করা।

মনে রাখবেন, পশু কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু নিছক গোশত খাওয়া নয়। বরং প্রধান উদ্দেশ্য হল, মনের মধ্যে তাকওয়া পয়দা করা। অর্থাৎ আমাদের অন্তরের মধ্যে যে সমস্ত মন্দ স্বভাব আছে, যেমন দুনিয়ার প্রতি মায়া-মুহাব্বত, লোভ-লালশা এবং হিংসা বিদ্বেষ, কৃপণতা ইত্যাদি, এ সবগুলি এই পশু কুরবানীর সাথে সাথে দূর হয়ে যায় এবং অন্তরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়। এই

জন্যই বলা হয়, পশু কুরবানীর প্রধান উদ্দেশ্য হল, মনের পশুকে হত্যা করা।

এ বিষয়ে আমরা কুরআন করীমের একটি আয়াত লক্ষ্য করিঃ সূরা হজ্জের ৩৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ "আল্লাহর দরবারে কুরবানীর পশুর না কোন গোশত পৌঁছয় আর না রক্ত। তবে তাঁর দরবারে শুধুমাত্র পৌঁছয় তোমাদের তাকওয়া।" এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, কুরবানীর প্রধান উদ্দেশ্য হল, তাকওয়া। অর্থাৎ মনের পশুকে হত্যা করে মনকে পরিশুদ্ধ করা।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুন্নাতে ইবরাহীমীকে জিন্দা করাঃ

জেনে রাখা দরকার, আমাদের এই পশু কুরবানীর আরেকটি উদ্দেশ্য হল, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নাতকে জিন্দা করা। অর্থাৎ এই পশু কুরবানী মূলত আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিজের প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী দিতে যাওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি। সেই স্মৃতিকে জিন্দা রাখার জন্য আমরা কুরবানী দিয়ে থাকি। এ সম্পর্কে

আমরা একটি হাদীস শুনি, সুনানে ইবনে মাজার ৩১২৭ নম্বর এবং মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইনের ৩৫১২ নম্বর হাদীসে যাইদ ইবনে আরকম (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ নবীজির সাহাবীরা বললেনঃ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! مَا هٰذِهِ الْأَضَاحِيْ ؟“হে আল্লাহর রসূল ! এই কুরবানীগুলি কী ? অর্থাৎ এই কুরবানীর রীতি কীভাবে এসেছে ? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি বললেনঃ سُنَّةَ أَبِيْكُم اِبْرَاهِيْمَ“এটি তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত।

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ! “ইয়া রসূলাল্লাহ ! এতে আমাদের ফায়েদা কী আছে ? নবীজি বললেনঃ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ “প্রতিটি চুলে একটি করে নেকী। আমরা বললামঃ فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! “ইয়া রসূলাল্লাহ ! লোমগুলির হুকুম কী হবে ? নবীজি বললেনঃ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الْصُّوْفِ حَسَنَةٌ “প্রতিটি লোমেও একটি করে নেকী।” এ হাদীস দ্বারা জানা গেল, এই পশু কুরবানীর একটি উদ্দেশ্য হল, সুন্নাতে ইবরাহীমীকে জিন্দা করা।

তৃতীয় উদ্দেশ্য আল্লাহর যিকিরঃ

কুরবানীর আরেকটি উদ্দেশ্য হল, এর মাধ্যমে আল্লাহর যিকির করা। সূরা হজ্জের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فَيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ

"আর আমি এই (কুবানীর পশু) উটগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন করেছি। এগুলির মধ্যে তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত রয়েছে। অতঃপর যখন এই উটগুলি কুরবানীর জন্য সারিবদ্ধরূপে দাঁড়াবে, তখন তোমরা এর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।" বোঝা গেল, কুরবানীর একটি উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর যিকির।

চতুর্থ উদ্দেশ্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ঃ

কুরবানীর আরেকটি মহৎ উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর শুকরিয়া আদায়। দু'টি কারণে শুকরিয়া আদায় করা উচিৎঃ (১) আল্লাহ রব্বুল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যে নিজের প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে জবাই করতে বলেছিলেন, অতঃপর তাঁর প্রাণের বদলে যে দুম্বা জবাইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, সেটা মহান আল্লাহর

মস্তবড় নিয়ামত। সূরা সফফাতের ১০৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ "আর আমি তাকে একটি বড় প্রাণী (দুম্বার) বদলে মুক্তি দিয়েছি। অতএব আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিৎ। তা নাহলে আমাদের নিজেদের সন্তানদেরকেও কুরবানী দিতে হত।

(২) আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজের সমস্ত ঈমানদার বান্দাদেরকে কুরবানীর দিনগুলিতে কুরবানীর গোশত দ্বারা আপ্যায়ন করেন। সেজন্য ধনী, গরিব সকলকে এমনকি কুরবানী দাতাকেও কুরবানীর গোশত খেতে বলেছেন।

সূরা হজ্জের ৩৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"অতঃপর যখন উটগুলি জবাইয়ের পর কাত হয়ে যাবে (অর্থাৎ তাদের প্রাণ চলে যাবে), তখন তোমরা তা থেকে নিজেরা খাও এবং সকলকে খাওয়াও। এমনকি যে না চায় তাকেও খাওয়াও, আর যে চায় তাকেও খাওয়াও। এভাবেই আমি এই প্রাণীগুলিকে তোমাদের অনুগামী করে

দিয়েছি। যাতে করে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর।" বোঝা গেল, কুরবানীর উদ্দেশ্য হল, শুকরিয়া আদায় করা।

কুরবানী কাদের উপর ওয়াজিব ?

মুহতারম হাযিরীন ! এবার আমরা জানব যে, কুরবানী কাদের উপর ওয়াজিব হয় ? মনে রাখবেন, কুরবানী দুই শ্রেণীর মানুষদের উপর ওয়াজিব হয়ঃ (১) যে ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয হয়, সেই ব্যক্তির উপর কুরবানীও ওয়াজিব হয়। এর ব্যাখ্যা হল, যদি কোন সুস্থমস্তিস্ক-সম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষের কাছে যাকাতের ৪ প্রকার সম্পদ তথাঃ (১) সোনা, (২) রুপো, (৩) দেশীয় মুদ্রা, (৪) ব্যবসায়ী মাল, এই ৪টি সম্পদ যদি সম্মিলিতভাবে কিংবা এককভাবে কারোর কাছে থাকে, আর সেগুলি ঋণ বাদে হিসাব করার পর যদি নির্দিষ্ট নিসাব পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

নির্দিষ্ট নিসাব বলতে ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম রুপো কিংবা ওই মূল্য পরিমাণে বাকি সম্পদ। আর ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম রুপোর মূল্য আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত গত ১৯ শে মে, সোমবারের মূল্য অনুযায়ী ৫৭

হাজার ৯৫৯ টাকা হয়। তবে এ হিসাব পরিবর্তনও হতে পারে। সেজন্য ঈদের দিনের কাছা কাছি সময়ের মূল্যটি ধর্তব্য হবে। কেননা তখন রুপোর মূল্য বাড়তেও পারে আবার কমতেও পারে।

সারকথা হল, যদি বর্তমান কোন নারী কিংবা পুরুষের কাছে ৫৭ হাজার ৯৫৯ টাকা কিংবা ওই মূল্য পরিমাণে সোনা, রুপো, কিংবা ব্যবসায়ী সম্পদ কুরবানীর দিনগুলির মধ্যে থাকে কিংবা থাকা নিশ্চিত হয়, তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

(২) আরও এক শ্রেণীর মানুষের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়। সেটা হল, যে ব্যক্তির কাছে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ৪ প্রকার সম্পদগুলির মধ্য থেকে কোন একটি সম্পদও নেই, অথবা আছে তবে নির্দিষ্ট নিসাব অর্থাৎ ৬১২ গ্রাম ৩৬০ মিলিগ্রাম রুপোর মূল্য থেকে কম আছে। কিন্তু তার কাছে জমি-জায়গা, ঘর-বাড়ি, দোকান-ফ্লাট, ঘরের আসবাব পত্র, ব্যবহারের পোশাক-আশাক কিংবা যে কোন জিনিস হোক না কেন, এমনকি মোবাইল কম্পিউটার, গাড়ি-ঘোড়া, মেশিন পত্র ইত্যাদি আছে। এখন এগুলি যদি

প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত থাকে, যার মূল্য বর্তমান যাকাতের নিসাব ৫৭ হাজার ৯৫৯ টাকার মূল্য পরিমাণে পৌঁছে যায়, তাহলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

মোটকথা ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং উপার্জনের মাধ্যম কলকারখানা, মেশিনপত্র, দোকানঘর, জমি-জায়গা প্রভৃতির উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় না। তবে যদি এগুলি প্রয়োজন ছাড়া অতিরিক্ত থাকে, তাহলে নিসাব পরিমাণে পৌঁছলে কুরবানী ওয়াজিব হবে। আশা করি বুঝে এসেছে। না বুঝে আসলে পরে আলেমদের নিকট থেকে বুঝে নিবেন। এটা আপনার ঈমানী কর্তব্য।

সুধী বন্ধুগণ ! এখানে আরও একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখবেন, সেটা হল বর্তমান সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির মধ্য থেকে অধিকাংশ পরিবারে পুরুষদের তুলনায় নারীদের কাছে যাকাত ও কুরবানীর নিসাব পরিমাণ সোনা, রুপোর গহনা থাকে। আবার অধিকাংশ মা-বোনেরা গহনার সাথে সাথে নগদ অর্থও জমিয়ে রাখে। আমার তো মনে হয়, প্রতিটি গ্রামে কিংবা মহল্লায় এমন কোন পরিবার নেই যে পরিবারে কোন মহিলার কাছে ৫৭/

৫৮ হাজার টাকার মূল্য পরিমাণে সোনা রুপোর গহনা কিংবা টাকা নেই। হয়ত দু'চারটি পরিবার ব্যতিক্রম থাকতে পারে। সেজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা সকলে একটু সচেতন হয়। বাড়িতে গিয়ে নিজেদের পরিবারের অর্থ-সম্পদের সঠিক হিসাব লাগায় এবং আল্লাহর আদেশ কুরবানী আদায় করার চেষ্টা করি। যদি গ্রামের সকলেই কুরবানী করে, তাহলে গ্রামের সমস্ত মানুষেরা মাস কি মাস গোশত খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

সম্মানিত উপস্থিতি ! পরিশেষে এই কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস শুনে আজকের আলোচনা শেষ করব, ইনশা আল্লাহ। সুনানে ইবনে মাজার ২১২৩ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا

"যে ব্যক্তি কুরবানী করায় সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদ ময়দানে না আসে।" এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সামর্থবানদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। কেননা, যদি কুরবানী

ওয়াজিব না হত, তাহলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানী করায় অবহেলা কারী ব্যক্তিকে ঈদগাহে আসা সম্পর্কে ধমক দিতেন না। তবে এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, সত্য সত্যই তার জন্য ঈদগায় আশা একেবারে নিষেধ।

যেমন কোন একটি গ্রামে একটি বাস্তব ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তি ঈদের নামাযে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিল। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল যে, তুমি ঈদের নামায পড়তে আস না কেন ? তখন সে বললঃ ভাই ! তুমি শুনো নি, মাওলানা সাহেব কি বলেছে ? বলেছে যে ব্যক্তি রোযা রাখে না, কুরবানী করে না সে যেন ঈদ ময়দানে না আসে। আর আমি রোযাও রাখি না, কুরবানীও করি না। তাহলে ঈদে আসব কি করে ? তাই ঈদের দিন বাড়িতে শুয়ে থাকি।

বলুন তো ভাই ! এ ব্যক্তি বড্ড বেশি বুঝে ফেলেছেন না ? মনে রাখবেন, এ হাদীসের অর্থ এটা নয়। বরং নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে শুধুমাত্র ধমক দিয়েছেন। ঈদ ময়দানে না এসে বাড়িতে

শুয়ে থাকাটা তো আরও বড় অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

পরিশেষে একটি মাসআলা জেনে রাখবেন, যদি কোন ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়, আর সে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করে, অতঃপর এভাবে কুরবানীর দিনগুলি পার হয়ে যায়, তাহলে তার উপর একটি মধ্যম কোয়ালিটির ছাগলের মূল্য অথবা একটি বড় প্রাণীর ৭ ভাগের মধ্য থেকে একভাগের মূল্য কোন গরীব মানুষকে সদকাহ করে দেওয়া ওয়াজিব হবে। ফাতাওয়ায়ে শামীর ৯ খন্ডের ২৬৩ পৃষ্ঠায় এ মাসআলাটি লেখা আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাদপুরী

সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ, হাফিয আবূযার সাল্লামাহু ও মাস্টার আশিক ইকবাল